যুগান্তর

তারিখ: 30 JUL 2012
পৃষ্ঠা ... ৩ কলাম ... ৩

বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ সীমিত হওয়ায় আর্থিক ক্ষতি

মনিরুজ্জামান উজ্জল

দেশের বিভিন্ন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ গত বছর বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তি করে শত কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ভর্তি নীতিমালা অনুযায়ী, মেডিকেল কলেজগুলো তাদের মোট আসনের শতকরা ২৫ ভাগ আসনে শিক্ষার্থী ভর্তির সুযোগ থাকলেও গত বছর নির্ধারিত আসনের প্রায় অর্ধেক অর্থাৎ ৪শ' আসন শূন্য ছিল। বিপুল সংখ্যক আসন শূন্য থাকায় বিভিন্ন বেসরকারি মেডিকেল কলেজ আর্থিকভাবে কোটি কোটি টাকার লোকসান গুনছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে বেসরকারি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমসিএ) নেতারা ভর্তি নীতিমালায় পরিবর্তনের দাবি জানিয়েছেন। তারা স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মো: হুমায়ুন কবীরের কাছে চলতি সেশনে বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য জিপিএ ৭, ভর্তির আসন সংখ্যা মোট আসনের শতকরা ৫০ ভাগ ও ভর্তির মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণের দাবী জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা সূত্রে এ সব তথ্য জানা গেছে। সূত্র জানায়, চলতি সেশনে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তিচ্ছুক বিদেশী শিক্ষার্থীদের প্রাক-শিক্ষাগত যোগ্যতা শিথিলের চিন্তাভাবনা চলছে। চলতি বছর জিপিএ ৭ করা হতে পারে। বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তির কোটাও বৃদ্ধি করা হতে পারে। এ লক্ষ্যে ভর্তি নীতিমালায় পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেছে। দেশীয় ছাত্রছাত্রীদের মতো বিদেশী ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির প্রাক-যোগ্যতা গত বছর পর্যন্ত এসএসসি ও এইচএসসি বা সমমানের উভয় পরীক্ষায় মোট জিপিএ ৮ পাওয়ার বাধ্যবাধকতা ছিল। জানা গেছে, বিগত বছরের মতো অভিন্ন প্রশ্নপত্রে অভিন্ন দিনে সব সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার চূড়ান্ত দিনক্ষণ নির্ধারণে খুব শিগগিরই মন্ত্রণালয়ে সভা বসছে। সভায় বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য নীতিমালা শিথিল করা হতে পারে। তবে স্বাস্থ্যমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকদের বৈঠকে এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলে এক কর্মকর্তা জানান। স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন) প্রফেসর ডা. শাহ আবদুল লতিফ যুগান্তরকে জানিয়েছেন, এরই মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির তারিখ ঘোষণা করা হয়েছে। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে সভার মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির তারিখ ঘোষণা করা হবে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার আগেই তারা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করতে চাচ্ছেন বলে জানায়। বেসরকারি প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশন (বিপিএমসিএ) সভাপতি প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন যুগান্তরকে জানান, প্রতিবেশী দেশ ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, মালয়েশিয়াতে মেডিকেল কলেজে ভর্তির প্রাক-যোগ্যতা সর্বনিম্ন জিপিএ ৫ থেকে সাড়ে ৬। কিন্তু বাংলাদেশে জিপিএ ৮ থাকায় শিক্ষার্থীরা আবেদনই করতে পারে না। ভর্তির জন্য নির্ধারিত জিপিএ ফলাফলের বাধ্যবাধকতা, আসন সংখ্যা সীমিত ও ভর্তির জন্য বেঁধে দেয়া সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য গত বছর বেসরকারি মেডিকেল কলেজে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য সংরক্ষিত মোট আসনের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ শূন্য ছিল। তিনি জানান, বর্তমানে ৫ বছরের কোর্সের জন্য মেডিকেল কলেজভেদে বাংলাদেশী টাকায় ২৭/২৮ লাখ টাকা আদায় করা হচ্ছে। সে হিসাবে গত বছর সব বেসরকারি মেডিকেল কলেজ মিলিয়ে প্রায় ৪শ' আসন শূন্য থাকায় কলেজগুলো শতাধিক কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অধিকাংশ বেসরকারি মেডিকেল কলেজে অবকাঠামোসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত হয়েছে। মেডিকেল কলেজ ভর্তি নীতিমালা অনুসারে বর্তমানে বেসরকারি মেডিকেল কলেজে মোট আসন সংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগ আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করতে পারে।

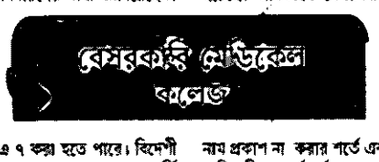

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একাধিক বেসরকারি মেডিকেল কলেজের দায়িত্বশীল কর্মকর্তারা বলেছেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদফতরের নীতিনির্ধারকদের অদূরদর্শিতা ও আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বের কারণে বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের সুযোগ থাকলেও তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তারা। তারা জানান, গত বছর বিদেশী শিক্ষার্থীদের ভর্তির শেষ সময়সীমা ১৫ অক্টোবর বেঁধে দেয়ার ফলে আসন শূন্য থাকে। দেশীয় শিক্ষার্থীদের ভর্তির শেষ সময়সীমা ৩১ ডিসেম্বর ছিল। পরবর্তীতে দরিদ্র মেধাবি কোটায় ১৫এপ্রিল পর্যন্ত শিক্ষার্থী ভর্তি করা হয়। জানা গেছে, বাংলাদেশে নেপাল থেকে সবচেয়ে বেশি শিক্ষার্থী ভর্তি হতে আসে। নেপালে সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তির তারিখ ২ নভেম্বর থাকায় সেখানে ভর্তি পরীক্ষা না দিয়ে কেউ বাংলাদেশে ভর্তি হতে আসেনি। ফলে ৪শ' আসন শূন্য থাকে। বিপিএমসিএর সভাপতি প্রফেসর ডা. মোয়াজ্জেম হোসেন যুগান্তরকে জানান, বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তির আসন সংখ্যা শতকরা ২৫ থেকে ৫০ ভাগে বর্ধিত করার প্রস্তাব করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিদেশী শিক্ষার্থী ভর্তির মাধ্যমে বিপুল অংকের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইতিবাচক ইমেজ তৈরি করা সম্ভব।